মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার

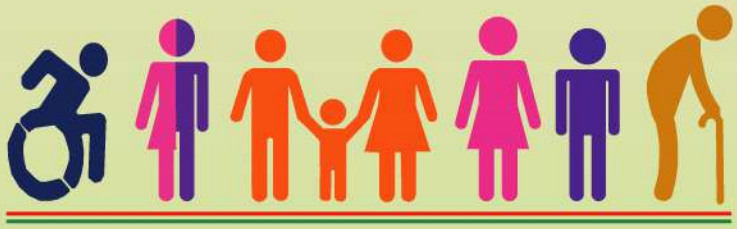

মানবাধিকার দিবস-২০২০

ঘুরে দাঁড়াবো আবার, সবার জন্য মানবাধিকার

স্মরণিকা

বিশেষ সংখ্যা । ডিসেম্বর। ২০২০

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

উপদেষ্টা মন্ডলী

নাছিমা বেগম এনডিসি, চেয়ারম্যান

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য

তৌফিকা করিম, অবৈতনিক সদস্য

চিংকিউ রোয়াজা, অবৈতনিক সদস্য

মিজানুর রহমান খান, অবৈতনিক সদস্য

জেসমিন আরা বেগম, অবৈতনিক সদস্য

ড. নমিতা হালদার এনডিসি, অবৈতনিক সদস্য

সম্পাদক

ফারহানা সাঈদ, জনসংযোগ কর্মকর্তা

প্রকাশনায়

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ওয়েবসাইট: **www.nhrc.org.bd**

হেল্পলাইন: **১৬১০৮**

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
১০ ডিসেম্বর ২০২০

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'মানবাধিকার দিবস' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য 'Recover Better - Stand Up for Human Rights' অর্থাৎ 'ঘুরে দাঁড়াবো আবার, সবার জন্য মানবাধিকার' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মানবাধিকার দিবস উদযাপনের অংশ হিসাবে 'বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এর ফলে শিক্ষার্থীরা বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এরপর থেকে প্রতি বছর মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিসেম্বরের ১০ তারিখে মানবাধিকার দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় একটি ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে সাম্য, ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৯৭২-এর সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের সংবিধান জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। দেশের সকল নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষা ও জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে আমি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে তৃণমূল পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সামগ্রিক কার্যক্রম আরও জোরদার করার আহ্বান জানাচ্ছি।

মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ ভূয়সি প্রশংসা অর্জন করেছে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে মানবিক ও দায়িত্বশীল নীতির অনন্য নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মাদার অব হিউম্যানিটি' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। আমি আশা করি মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের প্রতিকার পাওয়ার পথ সুগম করতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আমি 'মানবাধিকার দিবস' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
১০ ডিসেম্বর ২০২০

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে মানবাধিকার দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। মানবাধিকার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'Recover Better-Stand Up for Human Rights' 'ঘুরে দাঁড়াবো আবার, সবার জন্য মানবাধিকার' করোনা মহামারির এই সময়ে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারাজীবন শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। মানবাধিকারের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ছিল অবিচল। শৈশব থেকে আমৃত্যু তিনি মানবাধিকারের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। মানুষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বারবার কারাবরণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চেয়েছিলেন শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে যেখানে প্রতিটি মানুষ মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা লাভ করবে। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র দশ মাসের মধ্যে জাতির পিতা যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকার দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার দেশের জনগণের মানবাধিকার সুরক্ষায় বদ্ধপরিকর। মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার অঙ্গীকার বাস্তবায়নকল্পে আমাদের সরকার ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণয়ন করে। ইতোমধ্যে কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য জনবল ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে কমিশন স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বাংলাদেশ তিনবার জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া আমাদের সরকার মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। আমরা বিশ্ব মানবতার দিকে লক্ষ্য রেখে মিয়ানমারে নির্যাতিত হয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছি। নিরাপত্তাসহ তাদের জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

এবারের মানবাধিকার দিবস এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে গোটা বিশ্ব এখন বিপর্যস্ত। করোনা মোকাবিলার সকল প্রচেষ্টার মূল কেন্দ্রবিন্দু- মানবাধিকার সুরক্ষা এই প্রত্যয় নিয়ে আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, করোনা মোকাবিলা ও সকলের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে চিহ্নিত সীমাবদ্ধতাগুলোকে জয় করার মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারব।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে এবারের মানবাধিকার দিবসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সারা দেশে 'বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি মনে করি, কমিশনের এই উদ্যোগের ফলে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকসহ মাঠ প্রশাসনে কর্মরত সকলের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

আমি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি মানবাধিকার সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসহ সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, সুশিল সমাজ, গণমাধ্যম, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি। মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকলের মধ্যে মানবাধিকার সুরক্ষায় সচেতনতা সৃষ্টিতে একযোগে কাজ করে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সমর্থ হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি

স্পীকার

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ফোন: ৮৮-০২-৯১১১৯৯৯ (অফিস) | ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯১২২২৫৪ (অফিস)

Email : speaker@parliament.gov.bd | speaker.bangladesh.ssc@gmail.com

Web: http://parliament.gov.bd

বাণী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মানবাধিকার দিবস উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। দিবসটি উদযাপনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি।

এবছর মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য "Recover Better- Stand Up for Human Rights" - "ঘুরে দাঁড়াবো আবার, সবার জন্য মানবাধিকার"। সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্যটি প্রাসঙ্গিক। বিশ্বব্যাপী মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস আমাদের সকলকে এক কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন করেছে। এই মানবিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সরকার নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জনগণ সরকারের সময়োচিত এসব কার্যক্রমের সুফল পাচ্ছে। এই বিপর্যয় মোকাবেলায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কোন বিকল্প নাই।

মানুষ জন্মসূত্রে মানবাধিকার অর্জন করে। বাংলাদেশের সংবিধান জনগণকে সেই অধিকার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের প্রতিফলন রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী কোন নাগরিককে তার অধিকার থেকে আইন বর্হিভূতভাবে বঞ্চিত করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে এবারের মানবাধিকার দিবসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সারা দেশে বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর মানবিকতা ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি মানবাধিকার দিবসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

শিরীন শারমিন চৌধুরী

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি

আনিসুল হক, এমপি
মন্ত্রী
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"Recover Better - Stand Up for Human Rights" "ঘুরে দাঁড়াবো আবার সবার জন্য মানবাধিকার"- প্রতিপাদ্য নিয়ে এ বছর পালিত হচ্ছে মানবাধিকার দিবস। এ মহান দিবসে বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রতি সম্মান জানিয়ে মানবাধিকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এই মূলনীতি বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণেই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ড এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধসহ বড় বড় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার হয়েছে। বাংলাদেশে স্বাধীন ও সংবিধিবদ্ধ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, জনগণের জীবনমান উন্নয়নসহ মানবাধিকার রক্ষায় দেশ ও দেশের বাইরে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মানবিক কারণে বাংলাদেশে আশ্রয় প্রদান করে মানবাধিকার রক্ষায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশ তিন তিনবার জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেছে।

জনগণ যাতে করোনাকালে বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিচার কার্যক্রমকে অনলাইনের আওতায় নিয়ে এসেছে পাশাপাশি সব ধরণের সন্ত্রাস মোকাবেলায় কাজ করছে । মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিষয়ে সরকারের অবস্থান একেবারে পরিষ্কার। বাংলাদেশে যারাই মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে তাদেরকেই আইনের আওতায় এনে বিচার করা হবে। এই নীতির সফল বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে এবারের মানবাধিকার দিবসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সারা দেশে বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে জেনে আমি আনন্দিত। আমার বিশ্বাস মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এ উদ্যোগ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মানবাধিকার দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

(আনিসুল হক, এমপি)

নাছিমা বেগম এনডিসি
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাণী

কোভিড-১৯-এর বৈশ্বিক সংকট বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয়। আমি এই সময়কালে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সকলের আত্মার শান্তি কামনাসহ শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। করোনা মোকাবেলার সকল পদক্ষেপের কেন্দ্রমূলে মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখার আহ্বান জানিয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে আমি সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

মানবাধিকার সর্বজনীন। এ অধিকার মানুষের জন্মগত, যা কেউ কেড়ে নিতে পারেনা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী আমাদের জাতির পিতা তাঁর তারুণ্য থেকেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় নিবেদিত ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার যেমন অঙ্গীকার রয়েছে, তেমনি আমাদের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার রয়েছে, যা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। মানবাধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস পালন করা হয়। "Recover Better - Stand Up for Human Rights" "ঘুরে দাঁড়াবো আবার, সবার জন্য মানবাধিকার" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারের মানবাধিকার দিবস-২০২০ কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে পালিত হচ্ছে।

বর্তমান কমিশন এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে এক বছর পার করে। দায়িত্ব পালনের শুরু থেকেই কমিশনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য ই-ফাইলিং চালু করা হয়। ফলে লক ডাউন চলাকালেও অনলাইনে কমিশনের কার্যক্রম চলমান ছিল এবং আছে। করোনাকালে কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি প্রয়োজনে তদন্ত কমিটি গঠনসহ সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করে। সম্প্রতি নারীর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ এক ভয়াবহ রূপ নেয়ায় এর কারণ কি তা চিহ্নিত করে এর নিরসনের উপায়সমূহ খুঁজে বের করার জন্য কমিশন থেকে ন্যাশনাল ইনকোয়ারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার পেছনের কারণ জানার জন্য গবেষণাসহ মানবিক মূল্যবোধ সৃজনে দেশব্যাপী জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে।

তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত জনমানুষের মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপী নবম-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার" শীর্ষক অনলাইন রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। করোনাকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সাড়া পেয়েছি। উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ৫২ হাজার রচনা জমা পড়েছে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশেষ করে আগামী প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকারের চর্চার সাথে সম্পৃক্ত করে মানবিক, সামাজিক মূল্যবোধ সৃজনে মানবাধিকারের সংস্কৃতির চর্চাকে বেগবান করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমরা সারাদেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছি। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কমিশনের উদ্যোগকে স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

নাছিমা বেগম এনডিসি

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
সার্বক্ষণিক সদস্য
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বাণী

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের মত এবারও সারা দেশে মানবাধিকার দিবস ২০২০ উদযাপন করা হচ্ছে। কোভিড-১৯-এর বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "Recover Better - Stand Up for Human Rights"; "ঘুরে দাঁড়াবো আবার, সবার জন্য মানবাধিকার" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে প্রতি বছর মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিসেম্বরের ১০ তারিখে মানবাধিকার দিবস পালিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশেও দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতিসংঘ, এনজিও এবং আইএনজিওসহ অনেকেই এই দিবসে নানান আয়োজন করে থাকে।

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছেন। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই করতে গিয়ে বারবার কারাবরণ করেছেন। তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। আমাদের সংবিধানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০০৯ সালে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করে।

কোভিড-১৯-এর প্রেক্ষিতে সারা বিশ্ব সীমিত আকারে এবছর দিবসটি উদযাপন করতে যাচ্ছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সারা দেশব্যাপী ভারচুয়্যালি মানবাধিকার দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে কমিশন নবম-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে। মানবাধিকার ও বঙ্গবন্ধুর মানবাধিকার দর্শন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। মাঠ প্রশাসনের সহায়তায় কমিশন এই প্রতিযোগিতার সফল বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, দলিত, হিজড়াসহ সকল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে বর্তমান কমিশন বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ১২টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি নিয়মিত পরামর্শ সভার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনসমূহ চিহ্নিত করে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করছে। সরকার ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে কমিশন। পাশাপাশি, যেকোন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সোচ্চার ভূমিকা রাখছে। কমিশনের জনবলের সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য জনবল নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

কমিশন বিশ্বাস করে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানবাধিকার সমুন্নত রেখে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় আমরা সমর্থ হব। কোভিড-১৯-এর প্রেক্ষিতে মানবাধিকার দিবস আয়োজনে যারা সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

জেসমিন আরা বেগম
অবৈতনিক সদস্য

মানবাধিকার দিবসে কিছু কথা

বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত আমি সেই দিন হবো শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বণিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপান ভীম রণভূমে রণিবে না।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২১ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর এই কবিতাটি লিখেছিলেন। যা ১৯২২ সালে তার অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। আর ১৯৪৬ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লেলিহান শিখা সারা বিশ্বের মানবকুলের জীবন, স্বাধীনতা, কথা বলার অধিকার, বেঁচে থাকার আধিকারকে চরমভাবে ভুলুণ্ঠিত করেছে তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বুঝেছে মানবজাতির জন্য এমন একটা ফোরাম দরকার, যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়া যায়। তার জন্য সকল মানবগোষ্ঠিকে এক হওয়া দরকার। একত্রে ভয়েস রেইজ করে মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করা দরকার। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে ৫৮টি রাষ্ট্রের উপস্থিতিতে ৪৮ ভোটে Universal Declaration of Human Rights (UDHR) গৃহীত হয়। আর তারপর থেকে সারা বিশ্বের মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে যাওয়া রাষ্ট্রের মানুষ ১০ই ডিসেম্বরের এই দিনটিকে মানবাধিকার দিবস হিসাবে পালন করে আসছে ।

কিন্তু উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল কি এই একশত বৎসরেও থেমেছে? না, থেমে নেই। বরঞ্চ নুতন কল্পে নুতন রূপে এই বিশ্ব চরাচরে বিরাজ করছে। তাই আজও সবলের কাছে দূর্বলের পরাজয়, অত্যাচারিতের হাহাকার সারা বিশ্বকে ম্রিয়মান করে রেখেছে। বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা, বিশ্বায়নের এই জয়ঢাক, সারা বিশ্বকে কাছাকাছি এনে দেয়া স্বত্বেও ইথিওপিয়ায় শিশু অনাহারে মারা যাচ্ছে, আফ্রিকায় মানবেতর জীবনযাপনকারী মানব সন্তানের কান্না, সিরিয়ায় শিশুমৃত্যু, সামরিক জান্তার হাতে ভুলুণ্ঠিত জীবন ও সম্ভ্রম হারানো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, কাশ্মীরে বন্দী জনগণ, মানব পাচারে বিক্রি হয়ে যাওয়া মানব, মানবসৃষ্ট দূর্ভিক্ষে দেশে দেশে মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক জীবনোপকরণের জন্য হাহাকার করছে। ইউনাইটেড নেশন মানবাধিকার কমিশন সর্বত্র তাদের মানবিক হাত প্রসারিত করতে প্রচেষ্টা নিচ্ছে। পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সমাধান দিতে সক্ষম হচ্ছে না। কেন ? কারণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন বা কাউন্সিল উৎপীড়িতের দু'হাত ধরতে পারে কিন্তু তাকে বলীয়ান করতে পারে না। তার সমস্যার সমাধান করতে পারে না। সমাধান করতে পারে সে-ই যার হাতে শক্তি আছে। সেই শক্তিধর রাষ্ট্রের কাছে, রাষ্ট্রনায়কদের কাছে বিশ্বমানবতার কান্নার শব্দ পৌছায় না। ভুলুণ্ঠিত মানবতার কান্নার চিত্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাউন্সিল বিশ্ববাসীকে জানান দেয়। তাদের কষ্ট দূরীকরণে এগিয়ে যায়, কখনও কখনও ভয়েস রেইজ করে বলে- "সঠিক হচ্ছে না, সঠিক হচ্ছে না!" ব্যাস, এই পর্যন্তই। কারণ বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কেরা তাদের এই সব সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা দেয়নি। তাই জলবায়ূ সমস্যার মতো মানবজীবন হরণকারী সমস্যা সমাধানের জন্যে দেশে দেশে সেমিনার সিম্পোজিয়াম হয়, কাজের কাজ কিছুই হয় না।

তথাপি এই যে ভুলুণ্ঠিত মানবতার পাশে হাত ধরার জন্যে এগিয়ে আসা সংগঠন, তার দিকে সারা পরাজিত জনগোষ্ঠী তাকিয়ে থাকে। তাদের এই বাড়ানো হাতকে আশ্রয় ভেবে স্বপ্ন দেখে। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। নিজেকে সবল করে তোলে। আর এই জন্যই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন বা কাউন্সিল-এর এ বিশ্ব পরিমন্ডলে বড়ই প্রয়োজন। মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যে এর হাতকে আরও শক্তিশালী করা আবশ্যক। আজ সেই মানবাধিকার দিবস। বিশ্বকে বাসযোগ্য করার জন্যে এই সংগঠনের আর্থিক, সামরিক শক্তিবৃদ্ধি সময়ের দাবী।

মানবাধিকার মানে মানুষের অধিকার। দেশ, কাল, স্থান ভেদে এই অধিকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক রাষ্ট্র তা নিয়ন্ত্রণ করে তার নিজস্ব আইন দ্বারা। কিন্তু মৌলিক অধিকার- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাধীনতা, কথা বলার অধিকার, তা নিশ্চিত করতে প্রতিটা রাষ্ট্রই বাধ্য। ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস্ তা নিশ্চিত করেছে। এই ডিক্লারেশনে প্রায় সকল রাষ্ট্রই সাইন করেছে। আর তার বলেই কোন রাষ্ট্র তার ব্যত্যয় করলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন এগিয়ে আসে।

বাঙ্গালীর মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের জাতির পিতাকে বছরের পর বছর কারাগারে থাকতে হয়েছে। তারপর এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২২ থেকে ৪৪ ধারার পরতে পরতে এই ইউনিভার্সেল ডিক্লারেশনের দফাগুলো সংযুক্ত, তথাপি শক্তিমান মানুষ তার ব্যত্যয় ঘটায়। মানুষ তার মানবাধিকার রক্ষায় কোর্টের আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যে যে মহানায়ক জীবনের অর্ধেক সময় কারাবরণ করলেন তাঁর হত্যার বিচার বন্ধ করে চরম অমানবিক আইন ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারী হয়। সময়ের পরিক্রমায় তার নিরসন হলেও এই যে অমানবিক আচরণ, ক্ষমতার দাপটে পুরো পরিবার হত্যার বিচার চাওয়ার অধিকার খর্ব করা, তা প্রতি দেশে নিজস্ব আইন বলে চালিয়ে নেয়া হয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনকে তা দেখতে হয়। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি চরম অমানবিক আচরণে মানবিকতার কারণে ছোট্ট দেশ বাংলাদেশ তার বর্ডার খুলে দিলেও যে সব দেশের তাদের জায়গা দেয়া সম্ভব তারা দূর থেকে কি করতে হবে তার প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে, মূল সমস্যা সমাধানের দিকে জোরালো প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে না। আজ সময় হয়েছে পৃথিবীটাকে মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের হাতকে সবল করার। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো আরও একটু মানবিক হউক এই লক্ষ্যে কাজ করা জরুরী হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাষ্ট্রে যখনই মানবাধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে তা নোটিশে নিয়ে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উৎপীড়িতের পাশে থাকার প্রচেষ্টা নেয়। নতুন কমিশন গঠন হওয়ার এক বৎসর পেরিয়ে গেছে। করোনা মহামারীর মধ্যে সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে সব বিষয়গুলোতে নিজেদের মতামত জানানোর। বর্তমান চেয়ারম্যান একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রতি স্কুলে মানবাধিকারের এম্বাস্যাডর হিসাবে স্কুল ছাত্রদের সম্পৃক্ত করার। প্রস্তাবটা কমিশনে পাশ হয়েছে। কিন্তু কভিড-১৯-এর জন্য বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। আমি আশাবাদী করোনা মহামারীর পর আমরা এই কার্যক্রম চালু করতে পারবো। শিশুদের, তরুণদের মনে মানবতার আলো জ্বালিয়ে দিতে পারবো। মানুষের মাঝে মনুষত্ব এবং পশুত্ব পাশাপাশি বাস করে। এই কার্যক্রম শিশুদের মানবিক গুনাবলী বিকশিত করবে। এদের মধ্য থেকেই আগামী দিনের মাদার তেরেসা বেরিয়ে আসতে পারে। আজ মানবাধিকার দিবসে আমি আশা করি প্রতিটি রাষ্ট্র শিশুদের মানবিক শিক্ষা দেয়ার ব্রত নিক। আগামী বিশ্ব যেন তাদের হাতে সুন্দর হয়, মানবিক হয়, এই কামনা করছি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ-এর প্রার্থনা ছিলো- "আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে। এজীবন পূর্ণ করো -----"- বিশ্বে শিশুদের মানবতার অমিয় বাণী ছুঁইয়ে দেয়া হউক, তারা মানবতার জয়গান গেয়ে বড় হউক, জীবনকে পূর্ণ করুক। আগামী বিশ্ব তাহলেই মানববান্ধব বিশ্ব হবে। "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে এই হউক আমাদের অঙ্গীকার।

নাম : ইসাবা হাফিজ সুম্মি
প্রতিবন্ধিতার ধরন : অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
অবৈতনিক সদস্য

স্বাস্থ্যসেবা ও মানবাধিকার

'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল' এ প্রবাদটি কে না জানে? তবে এখানে স্বাস্থ্য মানে হৃষ্ট পুষ্ট দেহ নয় বরং নিরোগ দেহ বা সুস্থতাকে বোঝানো হয়েছে। মানুষ সহজাতভাবেই সুস্থ থাকতে চায় এবং সুস্থতাকালীণ রাষ্ট্রের কাছে তার তেমন কোন চাহিদা থাকেনা। তবে দেশের জনগণের জন্য বিশেষভাবে অসুস্থ নাগরিকের জন্য রাষ্ট্রের রয়েছে সুনির্দিষ্ট দায়। স্বাস্থ্যসেবা একটি মৌলিক মানবাধিকার যা পূরণে প্রতিটি রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী কর্মসংস্থান ও কর্মীর অধিকার, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপদ পানি, সামাজিক নিরাপত্তা, আবাসন, খাদ্য, শিক্ষা, পর্যাপ্ত সুষ্ঠু পরিবেশ এবং সংস্কৃতি চর্চার অধিকার অন্তর্ভূক্ত। এ চুক্তিতে বলা হয়েছে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে প্রতিটি রাষ্ট্র এবং প্রশাসন নাগরিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি" অংশে উপরোক্ত সকল অধিকারের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। এর ১১ নং অনুচ্ছেদে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে প্রজাতন্ত্রের উপর। ১৫ নং অনুচ্ছেদে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব বলে উল্লেখ রয়েছে।

মোট ৩১টি অনুচ্ছেদ সমন্বয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত ১৯৬৬ সালের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ১২ নম্বর অনুচ্ছেদে সুনির্দিষ্টভাবে স্বাস্থ্যসেবা, সুরক্ষা ও চিকিৎসার অধিকার-এর কথা বলা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

১. রাষ্ট্র দেশের জনগণের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অর্জনযোগ্য সর্বোচ্চ অধিকারকে স্বীকৃতি দিবে;

২. দেশের সম্পদ ও সুবিধা ব্যবহার করে জনগণের সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

(ক) অপরিণত শিশু-জন্ম প্রতিরোধ, শিশুমৃত্যুর হার কমানো এবং স্বাস্থ্যকরভাবে শিশুর বেড়ে ওঠা;
(খ) পরিবেশ ও কারখানাজাত বর্জ্যের কারণে অনুসরণীয় স্বাস্থ্যবিধির সকল প্রকার উন্নতি সাধন;
(গ) স্থানীয়, মহামারী, পেশাগত ও অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঘ) অসুস্থতাকালীণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিবেশ ও ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

প্রকৃতপক্ষে, মানুষের অধিকারসমূহ অবিভাজ্য এবং পরস্পর নির্ভরশীল। তাই একটি অধিকার ক্ষুন্ন হলে অপর অধিকারও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হয়। স্বাস্থ্যসেবা বিঘ্নিত হলে শিক্ষা ও কাজের অধিকারও সংকুচিত হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মোটা দাগে আমরা সাধারণত চিকিৎসা সেবা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বুঝে থাকি যা যথাযথ, তবে স্বাস্থ্যের অধিকার এর চাইতে অনেক বেশি কিছু। একটি স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনের জন্য বহুবিধ উপকরণ অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী স্বাস্থ্যের অন্তর্নিহিত অধিকার নির্ধারকগুলির অন্যতম হলো:

(১) নিরাপদ পানি এবং পর্যাপ্ত স্যানিটেশন;
(২) নিরাপদ খাদ্য;
(৩) পর্যাপ্ত পুষ্টি ও বাসস্থান;
(৪) সুষ্ঠু কর্ম ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ;
(৫) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি বিতরণ;
(৬) লিঙ্গ সমতাকরণ।

এ বিষয়ক উদাহরণ এবং অধিকতর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নিরাপদ পানির অভাবে ডায়ারিয়াসহ অন্যান্য রোগ-বালাই-এর প্রাদুর্ভাব, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা ও কৃষি হুমকির মুখে পড়ে। আবার লিঙ্গ বিভেদ স্বাস্থ্য অধিকারের উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। যেখানে লিঙ্গভেদ বিদ্যমান সেখানে স্বাস্থ্য অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। এসব ক্ষেত্রে নারীরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

কোভিড-১৯ অতিমারীকালে বিশ্ব একটি নজিরবিহীন সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তথাপি, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের অঙ্গীকার প্রতিপালনের জন্য রাষ্ট্রসমূহকে বারংবার আহ্বান জানাচ্ছে জাতিসংঘ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে গুণগতমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। (২) সমাজের অনগ্রসর এবং দূর্বল জনগোষ্ঠীর আয় নির্বিঘ্ন করতে হবে। খাদ্য, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পর্যাপ্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৩) নারী ও শিশুর প্রতি লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতায় সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। (৪) ভ্যাকসিনসহ কোভিড-১৯-এর চিকিৎসার সকল উপকরণ ও সরঞ্জাম সহজলভ্য করতে হবে। (৫) বাক স্বাধীনতা রোধ করা যাবেনা এবং অতিমারী বিষয়ক তথ্যাদির অবাধ প্রবাহ অব্যাহত রাখতে হবে।

উপরোক্ত আহ্বান এবং বাংলাদেশের অবস্থান পর্যালোচনার দাবী রাখে। জাতীর এই সংকটে রাষ্ট্র যন্ত্রকে ব্যবহার করে যারা লাইসেন্স বিহীন হাসপাতাল/ক্লিনিক পরিচালনায় নিয়োজিত, অর্থের বিনিময়ে কোভিডের ভূয়া সার্টিফিকেট প্রদানে লিপ্ত তারা অবশ্যই মানবাধিকার লংঘনকারী। রাষ্ট্রের দায়ও কিছু কম নয় এখানে। অপরাধী চক্রের শতভাগকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় এনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে বাজেট বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য উপকরণের সুষম বন্টন অপরিহার্য। সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের কোন সরকারী উদ্যোগ এখনও দৃশ্যমান নয়, ফলে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে। ঘন ঘন হাত ধোয়ার মত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করোনা মুক্ত থাকার একটি দাওয়াই অথচ নিরাপদ পানির তীব্র সংকটে ভুগছে সমগ্র উপকূল। ঘূর্ণিঝড় আম্পান পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলবাসী আজও নির্মাণ করতে পারেনি বাসযোগ্য কোন আবাস; পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা তো অধরাই। কোভিড-১৯ তাদের মানবেতর জীবন যন্ত্রণা শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পারিবারিক সহিংসতা এবং নারী ও শিশুর প্রতি লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচার চাওয়া এবং পাওয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। নারী নির্যাতনের এই উর্দ্ধমুখী সূচক লিঙ্গ সমতার অর্জিত সুনামকে মলিন করে দিচ্ছে।

কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অন্যান্য মানবাধিকারের ন্যায় দেশের জনগণের কাছে সময় মত মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। একটি রাষ্ট্রের দূর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা জনগণকে স্বাস্থ্যসেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেনা। রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার কাছে সম্পদের অভাব কোন যুক্তি হতে পারেনা। সীমিত সম্পদের মধ্য থেকেই রাষ্ট্র সর্ব্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবার অধিকার নিশ্চিত করবে। মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞান সময় মত সকলের কাছে পৌছানো রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যেন জনগণ স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। রাষ্ট্র জনগণের শারীরিক ও মানসিক উভয় স্বাস্থ্যের উপর সমভাবে গুরুত্ব দিবে। এভাবেই সম্ভব স্বাস্থ্যসেবায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

নাম : মো: সায়েম আব্দুল্লাহ (সাদ)
প্রতিবন্ধিতার ধরন : অটিজম

নারায়ণ চন্দ্র সরকার
সচিব

মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম

মানবাধিকার সর্বজনীন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে এই অধিকার সবার জন্য সমান, যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। মানবাধিকার সুরক্ষায় বিভিন্ন দেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাষ্ট্র কর্তৃক গঠন করা হয়। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা একটি স্বাধীন, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হয়।

প্রতি বছরের মত এবারও মানবাধিকার দিবস উদযাপন করছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। "ঘুরে দাঁড়াবো আবার, সবার জন্য মানবাধিকার" প্রতিপাদ্য নিয়ে কোভিড- ১৯ প্রেক্ষাপটে দিবসটি ভিন্নভাবে পালিত হচ্ছে। কমিশনের উদ্যোগে অনলাইনে মানবাধিকার দিবসে সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মানবাধিকার দিবসের থিম সং, ডকুমেন্টারি, স্মরণিকা, ক্রোড়পত্র প্রকাশ ও প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সারা দেশে মাঠ প্রশাসনের উদ্যোগেও মানবাধিকার দিবস আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত জন মানুষের মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশ ব্যাপী নবম-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে "বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার" শীর্ষক অনলাইন রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক বেশ কিছু মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কমিশন বরাবরের মত জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উদাহরণ স্বরূপ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারীর খারাপ কিডনির সাথে ভাল কিডনিও কেটে ফেলে দেয়। বিষয়টি কমিশনের নজরে আসলে কমিশন তৎক্ষণাৎ ০২ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং শাহবাগ থানায় পত্র প্রেরণ করে। কমিশনের পত্র পাওয়ার সাথে সাথে রফিক শিকদার কে থানায় ডেকে অভিযুক্ত ০৪ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা নেয় পুলিশ। পাশাপাশি অবঃ মেজর সিনহাসহ অন্যান্য বিচার বহির্ভূত হত্যার ঘটনায় কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং তা বন্ধে কি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা জানতে চেয়ে কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করে। চট্টগ্রামে স্কুলছাত্র জয়নালকে ক্রসফায়ারে হত্যার ঘটনায় কমিশনের প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ময়মনসিংহে ধর্ষণের শিকার ভুক্তভোগী নারীর বরাত দিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, ধর্ষক ০৬ বছরে ও গ্রেপ্তার হয়নি। কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিতে পুলিশ তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং জানায় ধর্ষক সৌদি আরবে আছে এবং তাকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে এনে ন্যায় বিচার নিশ্চিতের চেষ্টা করা হচ্ছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষনাপত্রে উল্লিখিত সকল মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশন আইনানুযায়ী নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সকলের সহযোগিতায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এগিয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এটাই প্রত্যাশা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মাঠ প্রশাসনের সহায়তায় এবছর মানবাধিকার দিবসে সারা দেশব্যাপী "বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার" শিরোনামে নবম-দ্বাদশ ও সমমান শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনলাইন রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। সারা দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারের স্বার্থে বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে এবিষয়ক টিভিসি প্রচারিত হয় এবং বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ০৮ টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে দফায় দফায় আলোচনা করেন এবং রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজনে তাদেরকে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রতিযোগিতায় বায়ান্ন হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়। বাছাইকৃত ১০০টি রচনার লেখকের মধ্যে অনলাইনে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি, সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব হাবিবুল্লাহ সিরাজী, কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, লেখক আনিসুল হক এবং কমিশনের সচিব নারায়ন চন্দ্র সরকার।

প্রতিযোগিতায় ২০ জনের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, বাছাইকৃত ১০০টি রচনা নিয়ে প্রকাশিত হবে 'নতুন প্রজন্মের মননে বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার' শিরোনামে গ্রন্থ। সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রতিটি বিভাগ থেকে ০৩ টি "সেরা উপজেলা" এবং ০১ টি "শ্রেষ্ঠ জেলা" এ্যাওয়ার্ড দেয়া হবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহায়তায় মুক্তি পেল নিরপরাধ সালাম ঢালী

আসামির নাম, বাবার নাম এবং ঠিকানার একাংশের মিল থাকায় বিনা অপরাধে জেলে থাকা সালাম ঢালীকে কমিশনের প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে আইনি সহায়তা দিয়ে মুক্তির ব্যবস্থা করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। গণমাধ্যমে 'আসামি না হয়েও জেল খাটছেন খুলনার সালাম ঢালী' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত আমলে নিয়ে বাগেরহাটের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তার মুক্তির জন্য আবেদন করে। এর প্রেক্ষিতে আদালত সালাম ঢালীকে মুক্তির আদেশ দেন। কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি বলেন, "নিরপরাধ হয়েও সালাম ঢালী জেল খেটেছেন যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এই ঘটনা জাহালম ঘটনার পুনরাবৃত্তি। একের পর এক এধরণের ঘটনা ঘটছে যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সঠিক যাচাই বাছাই না করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে আটক রোধে যথোপযুক্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক বলে মনে করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।"

BANGLA NEWS 24

অবশেষে মুক্তি পেলেন খুলনার নিরপরাধ সালাম ঢালী

| বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: ১৯২০ ঘণ্টা, জুলাই ৬, ২০২০

খুলনা: অবশেষে কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন খুলনার নিরপরাধ সালাম ঢালী। সোমবার (০৬ জুলাই) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাগেরহাট জেলা কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পান। বাংলানিউজে সংবাদ প্রকাশের পর মুক্তি পেলেন সালাম ঢালীর। আদালতের আদেশে প্রায় চার মাস পর মুক্তি পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

এর আগে বিকেলে বাগেরহাটের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক তন্ময় পাইন আসামির নাম, বাবার নামের এবং ঠিকানার একাংশের মিল থাকায় বিনা অপরাধে জেলে থাকা সালাম ঢালীকে মুক্তির আদেশ দেন।

খুলনা জেলার সোনাডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সঞ্জিত কুমার মণ্ডলকে নিয়মিত আদালত চালু হওয়ার সাত কার্যদিবসের মধ্যে আদালতে হাজির হয়ে কেন সালাম ঢালীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

গৃহকর্মী খাদিজা নির্যাতনের ঘটনায় কমিশনের ফুলবেঞ্চে রায় ঘোষণা

প্রথম আলো

গৃহকর্মী খাদিজাকে ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

রাজধানীর মিরপুরে শিশু গৃহকর্মী খাদিজা নির্যাতনের ঘটনাকে যারা ভিন্নখাতে নেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। একইসঙ্গে ভুক্তভোগী খাদিজাকে ৫০ হাজার টাকা দেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রতীকী ছবি

গৃহকর্মী খাদিজা নির্যাতনের ঘটনায় আজ সোমবার মানবাধিকার কমিশনের ফুলবেঞ্চে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মানবাধিকার কমিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা ফারহানা সাঈদ স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

বিজ্ঞপ্তি বলা হয়, নির্যাতিত গৃহকর্মী খাদিজা কমিশনে হাজির হয়ে বক্তব্য দেন। কীভাবে নির্যাতনের শিকার হয়, সেই বর্ণনা তুলে ধরে শিশু খাদিজা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিবকে ভান্ডারিয়ার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করার ব্যবস্থা নেবেন। তিন মাসের মধ্যে সুপারিশ বাস্তবায়ন করে তা কমিশনকে জানাতে বলা হয়।

২০১৩ সালে শিশু খাদিজা নির্যাতনের শিকার হয়।

খাদিজার ওপর নির্যাতনের পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি জানিয়ে যথাযথ

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ২৪.৬.২০২০ তারিখের সংবাদে গৃহকর্মী খাদিজা নির্যাতন ঘটনায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের বিষয়টি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অবহিত হয়। উল্লেখ্য ঘটনাটি গত ০৮.১২.২০১৩ তারিখের। কমিশন পূর্ণাঙ্গ রায়ের সার্টিফাইড কপির জন্য অপেক্ষা করে গত ১৭.০৭.২০১৯ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের সার্টিফাইড কপি প্রাপ্ত হয়। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসরণে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ফুলবেঞ্চে দুই দফা শুনানি শেষে ১৪.০৯.২০২০ তারিখে কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশসহ রায় ঘোষণা করে।

(ক) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯-এর ১৯(১) (ক) ধারার আলোকে যে বা যারা গৃহকর্মী খাদিজা নির্যাতনের ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে খাদিজার বিচার পাওয়ার অধিকারকে ক্ষুন্ন করে মানবাধিকারের লংঘন করেছে সে সকল দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতক্রমে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবরে সুপারিশ করা হলো।

(খ) কমিশনের নিকট ভিকটিম খাদিজা বক্তব্য প্রদানের সময় ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বিচার চেয়েছে। ঘটনার সময় ভিকটিম খাদিজা মা হারা একজন অনাথ শিশু হিসেবে যে নির্যাতনের শিকার হয়েছে বর্তমানেও নির্যাতনের সেই ক্ষত তার মনে দাগ কেটে আছে। এ অবস্থায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এর ১৯(২) ধারা মতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব ভিকটিম খাদিজার বরাবরে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভান্ডারিয়া-র মাধ্যমে সাময়িক সাহায্য মঞ্জুর করার ব্যবস্থা নিবেন মর্মে সুপারিশ করা হলো।

(গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ, কমিশন আইনের ১৯(৪) ধারার বিধানের আলোকে কমিশন কর্তৃক (ক) ও (খ) সুপারিশকৃত বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনকে অবহিত করবেন।

বিএসএমএমইউ হাসপাতালে ভাল কিডনি কেটে ফেলে দেয়ার ঘটনায় কমিশনের হস্তক্ষেপে দুই বছর পর মামলা নিল পুলিশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৮ সালের আগস্টে রওশন আরা-র খারাপ কিডনির সাথে ভাল কিডনিও কেটে ফেলে দেয়। সেসময় ঘটনাটি গণমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তদন্তেও ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। ঐ বছরের অক্টোবরে মারা যান রওশন আরা। সেই মৃত্যুর ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেতে লেগে যায় দুই বছর। এদিকে মায়ের মৃত্যুর কারণ জানতে নাছোড়বান্দা ছেলে রফিক শিকদার হাল ছাড়েননি। ঘুরে বেরিয়েছেন হাসপাতাল, থানা আর আদালতের বারান্দায়। দুই বছর পর রফিক শিকদারের করুণ গল্প তুলে ধরে একাত্তর টিভি। বিষয়টি কমিশনের নজরে আসলে কমিশন তৎক্ষণাৎ ০২ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং শাহবাগ থানায় পত্র প্রেরণ করে। কমিশনের পত্র পাওয়ার সাথে সাথে রফিক শিকদারকে থানায় ডেকে অভিযুক্ত ০৪ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা নেয় পুলিশ।

পুলিশের গুলিতে সাবেক সেনা কর্মকর্তা সিনহা মোঃ রাশেদ খান নিহতের ঘটনাসহ অন্যান্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধে কমিশনের পদক্ষেপ

৩১ জুলাই ২০২০ রাতে কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভ রোডের শ্যামলাপুর তল্লাশী চৌকিতে পুলিশের গুলিতে সাবেক সেনা কর্মকর্তা সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান নিহত হন। কমিশন মনে করে, কোন বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডই কাম্য নয়। উক্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সমীচীন। কমিশন মনে করে, ২০১৯ সালে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড এড়াতে কমিশন কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত গাইডলাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতো না এবং দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি প্রশ্নবিদ্ধ হতোনা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে এবিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে/ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তা কমিশনকে অবহিত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিবকে কমিশন থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

স্কুলছাত্রকে ক্রসফায়ারের অভিযোগ: কমিশন কর্তৃক মামলা দায়ের

১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে এসএ টিভিতে প্রচারিত সংবাদে নামের মিল থাকায় স্কুলছাত্রকে ক্রসফায়ারের অভিযোগ সংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রচারিত হয়। সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, ১ বছর আগে পুলিশের সাথে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন বায়জীদ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট-এর দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মোঃ জয়নাল। নিহত হবার দুইদিন আগে গভীর রাতে তাকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। এরপর ৪৮ ঘণ্টার বেশি সময় অজ্ঞাত স্থানে রেখে আমিন জুট মিলের মাঠে বন্দুকযুদ্ধের কথা বলে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাকে ভর্তি করে পুলিশ। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরদিন মৃত্যু হয় তার। সে সময় পুলিশ জানায় নিহত জয়নাল একটি কিশোর গ্যাংয়ের নেতা। তার বিরুদ্ধে শাহ আলম নামে একজনকে আহত করার অভিযোগে মামলা হয়েছে। ঘটনার এক বছর পর ওই মামলার বাদি আদালতকে জানান তার মামলার আসামি জয়নাল এখনো প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নামের মিল থাকায় নিরীহ স্কুল ছাত্রকে ধরেছিল পুলিশ (লিংক সংযুক্ত)। এ বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্যানেল আইনজীবীর মাধ্যমে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, চট্টগ্রামে মামলা দায়ের করা হয়।

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে নারীকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ঘটনায় কমিশনের তদন্ত কমিটি গঠন

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক নারীকে (৩৭) বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি। কমিশন উক্ত ঘটনা স্বতঃপ্রণোদিত আমলে নিয়ে কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত)-এর নেতৃত্বে ০২ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে এবং সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে প্রেরণ করে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি মনে করেন এ ঘটনা আদিম যুগের বর্বরতাকেও হার মানায়। নির্যাতনকারীরা পশুর চেয়েও অধম। এমন জঘন্য ঘটনা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং এ ঘটনা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। নারীর মানবাধিকার সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে নারীর প্রতি নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। নির্যাতনকারী যেই হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় এনে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে। এ ঘটনায় আসামীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি।

মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধি দল। ছবি: বাংলানিউজ

ধর্ষণের শিকার ভুক্তভোগী নারীর পাশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

যমুনা টিভিতে প্রকাশিত হয় যে, ২০১৪ সালে ধর্ষণের শিকার, এর পরে মামলা এবং পুলিশি তদন্ত। বিচারের আশায় দিনের পর দিন অপেক্ষা। অথচ ০৬ বছর পরও অভিযুক্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। বিষয়টি আমলে নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে ময়মনসিংহের পুলিশ সুপারকে কমিশন থেকে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, এতদিনেও কেন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হলোনা তার ব্যাখ্যা চেয়েছে কমিশন। কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিতে ০৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে পুলিশ। সৌদি আরবে আসামীর অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। তাকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে এনে ন্যায়বিচার নিশ্চিতের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। ভুক্তভোগী নারীর মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সহায়তা করবে।

লালমনিরহাটে ধর্ম অবমাননার নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে এবং আগুনে পুড়িয়ে হত্যা: তদন্ত কমিটি গঠন

গণমাধ্যমে প্রকাশিত লালমনিরহাটে ধর্ম অবমাননার নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে এবং আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। কমিশন মনে করে, ঘটনাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে ধর্মকে অবমাননা করার অধিকার যেমন কারো নেই; তেমনি আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে কাউকে হত্যা করার অধিকারও কাউকে দেওয়া হয়নি। নিহত ব্যক্তিটি ভারসাম্যহীন ছিলেন কি-না এবং প্রকৃতপক্ষে ধর্ম অবমাননা করেছিলেন কি-না তা খতিয়ে দেখে আইনের আওতায় বিষয়টি সমাধান করা সমীচীন ছিল বলে মনে করে কমিশন। একটি সভ্য সমাজে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে গণপিটুনি এবং আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে বর্বর হত্যাকান্ড মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন যা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। কমিশন থেকে এই ঘটনার প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) জনাব আল-মাহমুদ ফায়জুল কবীর (জেলা ও দায়রা জজ)-এর নেতৃত্বে দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করে এবং সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে প্রেরণ করে।

যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে হতাহতের ঘটনায় কমিশনের তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন

১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোর-এ তিন শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু ও আরো অনেক শিশু আহত হওয়ার ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে গত ১৪ আগস্ট ২০২০ তারিখ একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গত ১৬-১৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে সরেজমিনে তদন্ত করে ১৩টি সুপারিশসহ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করে এবং সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে প্রেরণ করে।

চোর অপবাদে মা-মেয়েকে রশি দিয়ে বেঁধে প্রকাশ্য সড়কে ঘোরানোর ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

২৩ আগস্ট ২০২০ তারিখ গণমাধ্যমে চোর অপবাদে মা-মেয়েকে রশি দিয়ে বেঁধে প্রকাশ্য সড়কে ঘোরানোর সংবাদে উল্লেখ করা হয় কক্সবাজারের চকরিয়ায় মা ও তরুণী মেয়েকে 'গরুচোর' আখ্যা দিয়ে একদল দুর্বৃত্ত কর্তৃক নির্মমভাবে পেটানোর চিত্র ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। কমিশন মনে করে, কোন মানুষকে রশি দিয়ে বেঁধে প্রকাশ্য সড়কে ঘোরানো মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এ বিষয়ে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে দ্রুততার সাথে কমিশনকে অবহিত করার জন্য পুলিশ সুপার, কক্সবাজারকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

মালয়েশিয়ায় আটক অভিবাসী শ্রমিক রায়হান কবিরকে আইনি সহায়তা প্রদানের সুপারিশ

মালয়েশিয়ায় কাতার-ভিত্তিক আল-জাজিরা সংবাদ মাধ্যমে অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন বিষয়ক সাক্ষাৎকার প্রদান করায় বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিক রায়হান কবিরকে মালয়েশিয়ান পুলিশ গ্রেপ্তার করে মর্মে গণমাধ্যম সূত্রে জানতে পারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদান করায় বাংলাদেশী তরুণ রায়হানের ব্যক্তিগত তথ্য চেয়ে সমন জারি ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয় মালয়েশিয়ান প্রশাসন। শুধুমাত্র সাক্ষাৎকার প্রদান করায় এভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে খোঁজা, ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করা ও পরবর্তীতে গ্রেফতারের বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি তাকে আইনি সহায়তা প্রদান সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পররাষ্ট্র সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।

চুনারুঘাট উপজেলার দারাগাঁও চা বাগানের সাঁওতাল কিশোরী ধর্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পত্র

গণমাধ্যমে প্রকাশিত "হবিগঞ্জে দল বেঁধে সাঁওতাল কিশোরীকে ধর্ষণ" শীর্ষক সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত ঘটনায় মামলা হয়নি। এহেন ঘটনা উদ্বেগজনক এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য চুনারুঘাটের ইউএনও বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার জন্য বিশেষ বুথের ব্যবস্থা করার সুপারিশ

১৫ জুন ২০২০ তারিখ কমিশনের জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি। সভায় অংশগ্রহণ করেন কমিটির সদস্য ও কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, অবৈতনিক সদস্য জনাব চিংকিউ রোয়াজা, জেসমিন আরা বেগম, মিজানুর রহমান খান, ড. নমিতা হালদার এনডিসি, অধ্যাপক ড. মেসবাহ কামাল, নির্বাহী প্রধান, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কালেকটিভ, জনাব সঞ্জিব দ্রং, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, জনাব খালিদ হোসেন, নির্বাহী প্রধান, কাউন্সিল অব মাইনরিটিস, জনাব রবীন্দ্রনাথ সরেন, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, জনাব শংকর পাল, প্রতিনিধি, ইউএনডিপি। সভার সুপারিশের আলোকে দলিত, হরিজন, হিজড়া, উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় তাদের আবাসস্থলের আশে-পাশে সুবিধাজনক স্থানে নমুনা পরীক্ষার জন্য বিশেষ বুথের ব্যবস্থা করার জন্য স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

কোভিড-১৯ সনাক্তে নমুনা সংগ্রহকালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার ও চিকিৎসা কেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থা প্রদানের সুপারিশ

০৯ জুন ২০২০ কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি'র সভাপতিত্বে কমিশনের প্রতিবন্ধি ব্যক্তি এবং অটিজম বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট কমিটির সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের উপস্থিতিতে সভায় করোনা দুর্যোগকালীণ অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিবন্ধি জনগোষ্ঠীর চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রতিবন্ধি ব্যক্তির বিশেষ চাহিদার প্রতি গুরুত্বারোপ করে নমুনা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রতিটি কেন্দ্রে পৃথক লাইন চিহ্নিত করে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া এবং আবশ্যক ক্ষেত্রে আক্রান্ত রোগীর সার্বক্ষণিক দেখাশোনার জন্য অন্তত ০১ জন সহযোগীকে সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা করে হাসপাতালে অবস্থানের অনুমতি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ জানিয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর এবং অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধি ভাতাভোগীদের নিকট জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্য ভাতার অর্থ যথাশীঘ্র পৌঁছানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ জানিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

লালমনিরহাটে জনৈক মমিনুল-কে অমানবিক নির্যাতন: আসামীকে গ্রেপ্তার করে দ্রুত বিচার নিশ্চিতের সুপারিশ

১১ জুন ২০২০ তারিখ গণমাধ্যমে 'লালমনিরহাটে বর্বরতা: এক পা মাথার ওপর আরেক পা হাতে' শীর্ষক সংবাদে প্রকাশিত হয় যে, অভিযুক্ত আশরাফ আলী নির্যাতিত মমিনুলকে মেঝেতে ফেলে বেধড়ক মারধর করছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মারধরের ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করে। বাকি আসামীদেরও দ্রুত গ্রেপ্তার করে বিচার নিশ্চিতের সুপারিশ জানিয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

নাটোরে ধর্ষণ মামলার বাদী গৃহবধূকে সালিশের মাধ্যমে জরিমানা: বিচার নিশ্চিতের সুপারিশ

১০ জুন ২০২০ তারিখ গণমাধ্যমে "ধর্ষণ মামলার বাদী গৃহবধূকেই সালিশে লাখ টাকা জরিমানা" শীর্ষক সংবাদে প্রকাশিত হয় যে, ২৯ মে ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করেন অমর কুমার নামের এক তরুণ। স্থানীয় লোকজন তাকে হাতেনাতে আটক করে পুলিশের কাছে দেয়। ৩০ মে মামলা করেন গৃহবধূ। পুলিশ ওই মামলায় তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। অন্য দিকে, ইউপি চেয়ারম্যান ওমর আলী প্রধানের নেতৃত্বে গ্রাম্য সালিশের বৈঠক আয়োজন করে স্থানীয় মাতবররা। সালিশে গৃহবধূর বিরুদ্ধে অমরের সঙ্গে অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের অভিযোগ এনে তাঁকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেন মাতবররা। একই সঙ্গে সালিশের স্থানে বিলম্বে আসায় গৃহবধূর বাবাকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কমিশন মনে করে, ঘটনাটির মাধ্যমে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হয়েছে। পুলিশ ০৫ মাতবরের মধ্যে ০২ জনকে আটক করেছে। ইউপি চেয়ারম্যানসহ বাকি মাতবরদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে বিচার নিশ্চিতের সুপারিশ জানিয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

যশোরে পুলিশের নির্যাতনে কলেজ ছাত্রের কিডনি নষ্ট: কমিশনের পদক্ষেপ

০৯ জুন ২০২০ তারিখ গণমাধ্যমে "যশোরে পুলিশের নির্যাতনে কলেজ ছাত্রের কিডনি নষ্ট" শীর্ষক সংবাদে প্রকাশিত হয় যে, ০৩ জুন ২০২০ তারিখ ছাত্র ইমরান হোসেন সন্ধ্যায় তার এলাকার অপর এক ছেলের সঙ্গে ইজিবাইকে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছালে সাজিয়ালী ফাঁড়ির পুলিশ সদস্যরা ইজিবাইকটি থামিয়ে তাদের ব্যাগ তলাশি করে। এসময় ভয়ে তিনি মাঠের মধ্যে দৌড় দেন। পুলিশ ধাওয়া করে তাকে বেদম মারধর করে। এতে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন এবং জ্ঞান ফিরলে দেখেন তাঁকে পাশের এক ফার্মেসিতে নেয়া হয়েছে। এসময় পুলিশ তার পকেটে গাঁজা দিয়ে আটকের কথা বলেন। ইমরানের বাবা পুলিশের বিরুদ্ধে ইমরানকে ছাড়াতে ৩০ হাজার টাকা দাবি এবং পরে ৬০০০ টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার অভিযোগ করেছেন। বর্তমানে ইমরানের কিডনি দুটির কার্যকারিতা খুবই খারাপ এবং সে যশোরের কুইন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

পুলিশ সদস্য কর্তৃক এহেন নির্যাতনের ঘটনা অমানবিক এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন মনে করে কমিশন। পুলিশ বাহিনীর কতিপয় সদস্যের এ ধরণের অপেশাদারী আচরণ এ বাহিনীর সামগ্রিক অর্জনকে ম্লান করে দেয় যা অপ্রত্যাশিত। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা দেয়া হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগকে।

করোনা সংকটকালীন জয় অ্যাপসের কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত এবং নির্যাতনকারীদের সরকারি সহযোগিতা কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ

২০ মে ২০২০ তারিখ মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি'র সভাপতিত্বে কমিশনের নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, এনজিও/ আইএনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদসহ কমিটির সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় করোনাকালে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এ ধরণের সহিংসতা বন্ধে বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি জয় অ্যাপসের কার্যকরী ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। কমিটির সুপারিশের আলোকে এ বিষয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও, নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে সংশ্লিষ্ট নির্যাতনকারীদের চিহ্নিত করা মাত্র সরকারি সহযোগিতা কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

গোপালগঞ্জে পুলিশের পিটুনিতে কৃষক মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদনের অগ্রগতি জানতে চেয়ে পত্র প্রেরণ

০৫ জুন ২০২০ তারিখ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে, পুলিশের নির্যাতনে গোপালগঞ্জে কৃষক নিখিল তালুকদারের মৃত্যু হয়। ০২ জুন বিকেলে নিখিলসহ ০৪ জন তাস খেলছিল। এসময় এএসআই শামীম উদ্দিন মুঠোফোনে তাস খেলার দৃশ্য ধারণ করতে থাকলে তারা বিষয়টি টের পেয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় বাকি ০৩ জন পালিয়ে গেলেও নিখিলকে ধরে এএসআই শামীম মারধর শুরু করে। পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। প্রতিবেদনে জানা যায়, উক্ত ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সুষ্ঠু তদন্ত করে দ্রুততম সময়ে দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আবশ্যক মনে করে কমিশন। গোপালগঞ্জের পুলিশ সুপারকে উক্ত তদন্তের অগ্রগতি কমিশনকে অবহিত করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

লিবিয়ায় ২৬ বাংলাদেশী হত্যা: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কমিশনের চিঠি

মানব পাচারকারী চক্রের পরিবারের সদস্য কর্তৃক লিবিয়ায় ২৬ বাংলাদেশীসহ ৩০ অভিবাসী শ্রমিককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশন মনে করে ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং জরুরি ভিত্তিতে এর তথ্যানুসন্ধান হওয়া আবশ্যক। গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে লিবিয়ায় কর্মী পাঠানো বন্ধ থাকার পরেও কী করে এত লোক বাংলাদেশ থেকে লিবিয়া যাচ্ছে সেই বিষয়টিও তদন্ত করা উচিত। মূলত ইউরোপে পাঠানোর নাম করে স্থানীয় দালাল ও মানবপাচার চক্র এ কাজে জড়িত। এদেরকে চিহ্নিত করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

উক্ত ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং হত্যাকান্ডের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার জন্য লিবিয়ার সরকারের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কূটনৈতিক যোগাযোগসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের সুচিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দুতাবাসের মাধ্যমে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ জানিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করে কমিশন।

জনগণের চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

করোনা ভাইরাসের লক্ষণযুক্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের পাশাপাশি সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা সত্ত্বেও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসকগণ অনেক অসুস্থ রোগীকে চিকিৎসা না দিয়ে হাসপাতাল থেকে ফেরত পাঠাচ্ছেন মর্মে বিভিন্ন গনমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয় যা মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদাহরণস্বরূপ, ৮ মে ২০২০ তারিখ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় "৯ ঘণ্টা ঘুরেও চিকিৎসা মিলল না, অ্যাম্বুলেন্সেই মৃত্যু" শীর্ষক সংবাদে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮.০০ টায় হঠাৎ বুকে ব্যথা শুরু হয় রাজধানীর শেওড়াপাড়া নিবাসী রেবেকা সুলতানা চৌধুরীর (৪৮)। এরপর তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে একে একে ছয়টি হাসপাতালে নেওয়া হয়। করোনা ভাইরাস আক্রান্ত নন- এমন নথি দেখাতে না পারাসহ নানা অজুহাতে ওই নারীকে কোনো হাসপাতালেই ভর্তি রাখা হয়নি। ন্যূনতম প্রাথমিক চিকিৎসাটুকুও মেলেনি। করোনা পরীক্ষার জন্য সরকারি তিনটি হাসপাতাল আর ৩৩৩ নম্বরে স্বজনরা কল দিয়েও সাড়া পাননি। শেষ পর্যন্ত ৯ ঘণ্টা ধরে এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে বিকেল ৫টার দিকে অ্যাম্বুলেন্সেই রেবেকা সুলতানা মারা যান মর্মে সংবাদ মারফত জানা যায়।

এছাড়াও, এ্যাজমা, সর্দি-কাশি, জ্বর ইত্যাদি যে কোনো রোগ নিয়েও অনেকেই চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন মর্মে অভিযোগ উঠছে। এছাড়া সাধারণ শ্বাসকষ্ট, এ্যাজমা, সর্দি-কাশি, জ্বর নিয়ে বিনা চিকিৎসায় যারা মারা যাচ্ছেন, তারা করোনা আক্রান্ত ছিলেন কিনা তা সনাক্তকরণে বিলম্ব হওয়ার কারণে স্বজনেরা তাদের শেষ সময়ে পাশে থাকার ক্ষেত্রে বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত এ ধরণের ঘটনাসমূহ মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে কমিশন মনে করে। এই প্রেক্ষিতে জনগণের চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ জানিয়ে মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

করোনা ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

Disability Alliance on SDGs Bangladesh নামক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের একটি প্ল্যাটফর্ম চলমান দুর্যোগকালীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ সুরক্ষা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশসহ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করে। এ প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ জানিয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

পর্যাপ্ত আবাসন লাভের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত লাইলানি ফারহা কর্তৃক প্রেরিত নীতিমালা বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

করোনা ভাইরাসের এই বৈশ্বিক মহামারীতে পৃথিবীর প্রতিটি দেশই আজ আক্রান্ত এবং এর সংক্রমণ ঠেকাতে সীমাহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারও এই মানবিক বিপর্যয় প্রতিরোধে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যাতিরেকে সরকার জনগণকে বাড়িতে অবস্থানের অনুরোধ জানিয়েছে। বাসস্থানের সঙ্গে মানুষের আবাসন সুবিধা লাভের অধিকারটি জড়িত বিধায় এ সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিশেষ দূত কর্তৃক কিছু নীতিমালা প্রনয়ণ করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা সরকারের যথাযথ মন্ত্রণালয় এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ বিষয়ক বিশেষ টাস্কফোর্স-এর কাজের সুবিধার্থে প্রেরণ করার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানকে জাতিসংঘের বিশেষ দূত কর্তৃক অনুরোধ জানানো হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ জানিয়ে মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

"পুলিশ হেফাজতে প্রাণ গেল দোকান কর্মচারীর" সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

২৯ এপ্রিল ২০২০ তারিখ সময় টেলিভিশনে "পুলিশ হেফাজতে প্রাণ গেল দোকান কর্মচারীর" সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদনে কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হেফাজতে মৃত্যুকে কখনোই সমর্থন করেনা। হেফাজতে মৃত্যু মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে কমিশন মনে করে। দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা যেখানে জনগণের সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন; ইতোমধ্যে পুলিশের ০৩ জন সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন; এমন সময় পুলিশের কতিপয় সদস্যের এহেন অপেশাদারী আচরণ কোনভাবেই কাম্য নয়। কতিপয় সদস্যের কর্মকান্ডে পুরো বাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রতিবেদনে জানা যায়, উক্ত ঘটনায় এসআই কামরুলসহ তিন পুলিশ সদস্যকে ক্লোজড্ করা হয়েছে এবং ঘটনা তদন্তে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিশন মনে করে, শুধু প্রত্যাহারই এই ধরণের জঘন্য অপরাধের শাস্তি হতে পারেনা। উক্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার সুপারিশ জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশের জনাকীর্ণ কারাগার হতে বন্দীমুক্তি ও কারাবন্দী সুরক্ষার সুপারিশ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কারাগারগুলোতে বিশেষ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। মহামারি যাতে কারাগারে ছড়িয়ে পড়তে না পারে এজন্য বিশ্বের অনেক দেশ বন্দীদের মুক্তি দিয়েছে। বাংলাদেশেও বন্দীমুক্তির বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তকে কমিশন স্বাগত জানায়। উক্ত সিদ্ধান্তের দ্রুত বাস্তবায়ন এবং কারাবন্দী ও কারা কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উল্লিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনার বিষয়ে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ

করোনা ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া সত্ত্বেও তা যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় কাঁচা বাজার ও মুদির দোকানসমূহ এবং পাড়া মহল্লায় সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ পুলিশের মহা পুলিশ পরিদর্শক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

করোনাকালে অভাব সহ্য করতে না পেরে ভ্যানচালকের আত্মহত্যা এবং ত্রাণের চাল চুরি সংক্রান্ত দুটি সংবাদ প্রতিবেদন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

০৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখ ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকার অনলাইন 'করোনা ভাইরাস: অভাব সহ্য করতে না পেরে ভ্যানচালকের আত্মহত্যা' এবং ১১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় 'এ সংকটেও চাল চুরি: আটক হচ্ছেন জনপ্রতিনিধি' শীর্ষক সংবাদের প্রতি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক ঘটনার শিকার পরিবারটির খাদ্য সহায়তা নিশ্চিতকরণসহ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং যেসকল দূর্নীতিগ্রস্থ জনপ্রতিনিধি জাতির এই সংকটকালে কর্মহীন মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্য সহায়তা আত্মসাতের চেষ্টা করছেন তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় এনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খাদ্য সহায়তা প্রদানের ঘোষণার দৃশ্যমান বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবর সুপারিশ করে কমিশন।

ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর স্বাভাবিক জীবন যাপন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের সুপারিশ

করোনাকালে গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ থেকে জানা যায় যে, করোনার সংকটকালেও ধর্ষণের মত ঘৃণ্য ঘটনা ঘটছে, যা অত্যন্ত অমানবিক। উদাহরণস্বরূপ, গত ১০ এপ্রিল ২০২০ তারিখ দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ধর্ষণে রক্তাক্ত শিশুকে নিয়ে থানায় মা, ধর্ষকও সেখানে!' এবং ০৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখ একই পত্রিকার 'ত্রাণ দেওয়ার নাম করে ধর্ষণ করল ইউপি সদস্য' শীর্ষক সংবাদ প্রতিবেদনের উল্লেখ করা যায়। উক্ত ঘটনাদ্বয়ে আক্রান্ত শিশু এবং নারী ও তাদের পরিবারের নিরাপত্তা প্রদানসহ তাদের স্বাভাবিক জীবন-যাপন নিশ্চিত করা ও ঘটনার যথাযথ তদন্তপূর্বক দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়।

বরগুনার আমতলী থানা হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার অগ্রগতি জানতে চেয়ে পত্র প্রেরণ

২৬ মার্চ ২০২০ তারিখ গণমাধ্যমে প্রকাশিত বরগুনার আমতলী থানা হেফাজতে হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামী শানু হাওলাদারের রহস্যজনক মৃত্যু সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। থানা থেকে শানু হাওলাদারের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ ০৩ লাখ টাকা দাবি করেছিল এবং সেই টাকা না পেয়ে শানুকে নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। গণমাধ্যম সূত্রে আরও জানা যায়, সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ইশরাত হাসান উক্ত ঘটনায় বরগুনার পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ সুপারের নির্দেশে ১ এপ্রিল জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। কমিশন মনে করে, অপরাধী যে-ই হোক, তাকে আইনের আওতায় এনে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত মামলার অগ্রগতি জানতে চেয়ে পুলিশ সুপারের কাছে পত্র প্রেরণ করে কমিশন।

পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত তাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জামাদি সরবরাহের সুপারিশ

করোনাকালে গণমাধ্যমের সচিত্র প্রতিবেদন থেকে কমিশন লক্ষ্য করে যে, পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা বর্জ্য অপসারণের সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছেন না। স্বাস্থ্য ঝুঁকি সংক্রান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস্, এপ্রন ইত্যাদি ছাড়াই দায়িত্ব পালন করছেন। কমিশন মনে করে, এতে তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি যেমন রয়েছে, তেমনি তাদের মাধ্যমে নগরবাসীও সংক্রমিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই, পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার সরঞ্জামাদি সরবরাহের পাশাপাশি এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের তদারকির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকার উভয় সিটি কর্পোরেশন বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহনশীল ও মানবিক আচরণ করার নির্দেশনা প্রদানের সুপারিশ

গণমাধ্যমে প্রচারিত সচিত্র প্রতিবেদন হতে কমিশন লক্ষ্য করে যে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কতিপয় সদস্য দায়িত্ব পালনকালীন কোন কোন ক্ষেত্রে অপমানকর আচরণ এবং লাঞ্ছিত করে যা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। উদাহরণস্বরূপ, যশোরের মনিরামপুরে মাস্ক না পরায় তিনজন বয়স্ক ব্যক্তিকে কান ধরিয়ে দাঁড় করানোর সাজা প্রদান করে উপজেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাইয়েমা হাসান। তিনি ঘটনাটি নিজের মোবাইল ফোনে ছবিও তুলে রাখেন। কমিশন এ ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়। কমিশন মনে করে, মানবিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করে এমন সাজা প্রদান বেআইনি এবং অসাংবিধানিক। তাই, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সহনশীল ও মানবিক আচরণ করার নির্দেশনা প্রদানের সুপারিশ জানিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

আইইডিসিআর-এর হটলাইন নম্বর সার্বক্ষণিক চালু রাখতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ

গণমাধ্যমে সূত্রে জানা যায়, আইইডিসিআর ঘোষিত হটলাইন নম্বরসমূহে সম্মানিত নাগরিকবৃন্দের ফোনকল গ্রহণ করা হচ্ছে না মর্মে অভিযোগ উঠেছে। ফলে, করোনা ভাইরাস সংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত, শিক্ষা, সহায়তা ও সচেতনতা সম্পর্কিত কার্যক্রমে জনগণ সঠিক সেবা পাচ্ছেনা। এই প্রেক্ষিতে, আইইডিসিআর ঘোষিত হটলাইন নম্বরসমূহে অটোহান্টিং ব্যবস্থা/ আইপি ফোন ব্যবস্থা চালুকরণ, করোনা মোকাবেলায় সরকারের বিদ্যমান জরুরি সেবা নম্বরসমূহ (যেমন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জরুরি সেবা ১০৯) ব্যবহার করার মাধ্যমে দ্রুততম ও সহজ উপায়ে সর্বস্তরের নাগরিকের কাছে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যাদি ও সেবা পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বরাবর সুপারিশ প্রেরণ করা হয়।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর মাননীয় চেয়ারম্যানের আধা- সরকারি পত্র প্রেরণ

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ২২ মার্চ ২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নিম্নলিখিত সুপারিশসহ আধা- সরকারি পত্র প্রেরণ করেন:

- সরকারি-বেসরকারি অত্যাবশ্যকীয় দপ্তরসমূহের অতি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালু রেখে অন্যান্য দপ্তরসমূহের কার্যক্রম অনলাইনে বা সীমিত আকারে চালু রাখা/ সাময়িক বন্ধও ঘোষণা করা;
- গণপরিবহন, হাট-বাজার, জনসমাগম স্থলে বাধ্যতামূলকভাবে জীবানুনাশক ব্যবহার করা;
- বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে রাখা;
- যেসকল প্রতিষ্ঠানে বিদেশ থেকে আগতদের কোয়ারেন্টাইনে/ আইসোলেশনে রাখা হচ্ছে সেসকল স্থানে উপযুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদানকারী চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুরক্ষাসহ পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা করা;
- করোনা সনাক্তকরণ কীটের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- জনগণ যাতে আতংকগ্রস্থ না হয় এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নির্দেশিত স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন অনুসরণ করে সে লক্ষ্যে ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- ভাসমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও চিকিৎসা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা/ পণ্য মজুদ করার প্রবণতা রোধ করা।

মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার

নাছিমা বেগম, এনডিসি
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সভা / ওয়েবিনার

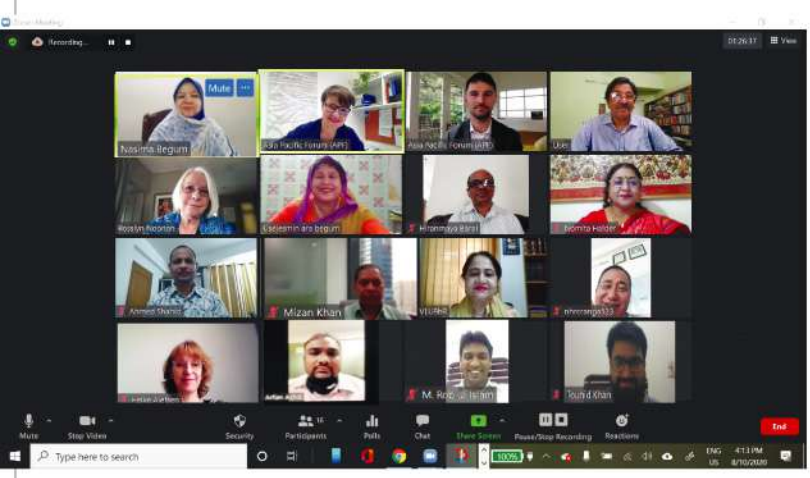

এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের হাই লেভেল ডায়লগ

গত ০৫-০৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখ এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের হাই লেভেল ডায়লগে অংশ নেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য, সম্মানিত অবৈতনিক সদস্যগণ এবং কর্মকর্তাগণ। নতুন কমিশনের সাথে মানবাধিকার এবং মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার লক্ষ্যে এই ডায়লগ আয়োজন করে এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম। মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশনের অগ্রাধিকার এবং তা বাস্তবায়নে কি ধরণের সহযোগিতা দরকার এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় নিয়োজিত বেসরকারি সংগঠনসমূহের সাথে মতবিনিময় সভা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা ও কর্মসংস্থান তৈরীর উদ্যোগ আরও জোরদার করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ প্রতিবন্ধি ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক ৬টি সংস্থা- অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন, ডিজএ্যবল্ড চাইল্ড ফাউন্ডেশন, প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ, সিতাকুন্ড ফেডারেশন, টার্নিং পয়েন্ট, ডব্লিউডিডিএফ-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ আহ্বান জানান তিনি। সভায় বক্তারা নিম্নবর্ণিত তিনটি বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ক) কতজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বর্তমানে সরকারি চাকুরী করছে তা সঠিকভাবে নিরূপণকরতঃ তাদের পৃথক তথ্য সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রকাশনায় লিপিবদ্ধ করা; খ) সকল ধরণের প্রতিবন্ধী মানুষের উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি; গ) সরকারের প্রণিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এবং এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সামষ্টিক উদ্যোগ গ্রহণ। উক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে কমিশন থেকে পত্র প্রেরণ করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন মাননীয় চেয়ারম্যান।

"শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জীবনযাত্রায় কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ করণীয়" বিষয়ক অনলাইন কর্মশালা

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ বেসরকারি সংস্থা সিডিডি আয়োজিত শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জীবনযাত্রায় কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ করণীয়" বিষয়ক অনলাইন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি। শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধি ব্যক্তিরা তাদের এই জটিল প্রতিবন্ধিতার জন্য সমাজের অন্যান্য প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের তুলনায় অধিকমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদাপন্ন অবস্থায় জীবনযাপন করছে। এমতাবস্থায়, কোভিড-১৯ তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অবস্থানকে আরও বেশি দুর্বিষহ করে তুলেছে মর্মে সভায় বক্তারা উল্লেখ করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রবণদৃষ্টি প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের উপযোগী একীভূত শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা

গত ২৪ জুন ২০২০ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটির সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের অবৈতনিক সদস্য এবং উক্ত কমিটির সভাপতি ড. নমিতা হালদার এনডিসি। সভায় ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দেওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক ছাঁটাই এবং কারখানা বন্ধের ঘটনা মানবাধিকারের লঙ্ঘন মর্মে অভিহিত করা হয় এবং তা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত মন্ত্রণালয় বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে মর্মে কমিশনকে অবহিত করে। এছাড়া, কমিটির সুপারিশের আলোকে গ্রামাঞ্চলের দুঃস্থ পথশিল্পী ও সংস্কৃতি চর্চা করে জীবিকা নির্বাহকারীদের ত্রাণের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে দুর্যোগ ও ত্রাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে কমিশনকে অবহিত করা হয়। এছাড়াও, কমিটির সুপারিশের আলোকে বাড়ির মালিক কর্তৃক করোনা আক্রান্ত ভাড়াটিয়াদের সাথে অমানবিক আচরণ বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল ইউএনও-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে কমিশনকে অবহিত করে ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সম্মানিত সদস্য জনাব জেসমিন আরা বেগম এবং জনাব মিজানুর রহমান খান, জনাব রাশেদা কে চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাক্ষরতা অভিযান, জনাব সৈয়দ আবুল মকসুদ, লেখক ও গবেষক, অর্থনীতিবিদ জনাব মানুন রশীদ, অধ্যাপক ড. মোঃ জিয়াউর রহমান, চেয়ারম্যান, ক্রিমিনোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব আলমগীর চৌধুরী, চিকিৎসক, আনোয়ার খান হাসপাতাল, জনাব মোতাহার হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, রাইটস্ সেন্টার ট্রাস্ট, শর্মীলা রাসুল, চিফ টেকনিক্যাল এডভাইজর, ইউএনডিপি, জনাব শামসুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি।

মাইগ্রেশন, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স রাইটস্ এন্ড এন্টি ট্রাফিকিং বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সুপারিশের আলোকে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা

গত ০৪ জুন ২০২০ তারিখ কমিশনের মাইগ্রেশন, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স রাইটস্ এন্ড এন্টি ট্রাফিকিং বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ও মাইগ্রেশন, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স রাইটস্ এন্ড এন্টি ট্রাফিকিং বিষয়ক থিমেটিক কমিটির সভাপতি ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সদস্যদের পরিচিতি পর্ব শেষে তিনি অভিবাসন, অভিবাসি শ্রমিকদের অধিকার এবং মানব পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। সভায় মাইগ্রেশন প্রক্রিয়াকে ডিজিটালাইজ করা এবং অভিবাসীদের ডাটাবেজ তৈরি করা; অভিবাসিদের অবস্থার সার্বিক উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপন্থা; জরুরি মুহূর্ত মোকাবেলায় গাইডলাইন করে তা প্রেরণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা ২০১৬-তে অন্তর্ভুক্তকরণ; সরকার কর্তৃক গন্তব্য দেশের সাথে কলম্বো প্রসেস এবং আবু-ধাবি ডায়লগ অনুসারে জরুরি সময়ে শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়ে ডায়লগ; অভিবাসি শ্রমিকগণের (আনডকুমেন্টেডসহ) বেতন-ভাতা, অসুস্থতাজনিত ছুটি প্রাপ্তি এবং চাকরিজনিত নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সুপারিশ করা হয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে উক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে মর্মে কমিশনকে অবহিত করে।

Asia Pacific Regional Dialogue on the Role of NHRIs in addressing displacement in the context of adverse effects of climate change

০৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখ **The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)**-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক অফিস মানবাধিকার কমিশনসমূহের প্রতিষ্ঠান **Asia Pacific Forum (APF)**-এর সহায়তায় একটি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মূল্যবান বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভা

০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং কর্মকর্তাগণ এশিয়া প্যাসিফিক ফোরামের ২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন। সভায় বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের পক্ষে মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি বক্তব্য রাখেন এবং করোনাকালে কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। পাশাপাশি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনসমূহের জন্য একটি সমন্বিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও আর্টিকেল নাইনটিনের অনলাইন যৌথসভা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষায় কাজ করা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন আর্টিকেল নাইনটিনের যৌথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি বলেছেন, "মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করার ক্ষমতা কাউকে দেয়া হয়নি। মত প্রকাশের অধিকার সর্বজনীন অধিকার। তবে মত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, অন্যকে আঘাত করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের কাছে দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিত।"

দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তির আওতায় ভার্চুয়্যাল সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। আর্টিকেল নাইনটিন দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ফারুখ ফয়সলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। সভায় কমিশনের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাছিমা বেগম এনডিসি দেশে মানবাধিকারের সুরক্ষা ও প্রসারে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, "মানবাধিকারের বিষয়টি ব্যাপক ও বিস্তৃত। যিনি দুর্নীতি করেন বা তথ্য গোপন করেন তিনি অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করেই সেটি করেন। তাই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে তথ্য কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানগুলোও সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে পারে।"

"Women Migrant Workers in COVID-19 Pandemic: The Role of Embassies" শীর্ষক ওয়েবিনার

১০ জুলাই ২০২০ তারিখ নারী অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন বিএনএসকে আয়োজিত "Women Migrant Workers in COVID-19 Pandemic: The Role of Embassies" শীর্ষক ওয়েবিনারে গেস্ট অব অনার হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ড. বন্দনা পাতানিক, রিজিওনাল কোঅরডিনেটর, গ্যাটো, মিস শোকো ইশিকাওয়া, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, ইউএনউইমেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, চলমান মহামারী আমাদের জীবনকে অনিশ্চিত করে তুলেছে এবং সারা বিশ্ব এই মহামারী মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে। বাংলাদেশও এর ব্যাতিক্রম নয়। কোভিড-১৯ মোকাবেলার কার্যক্রমের মূলে মানবাধিকারকে রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। অভিবাসী নারী শ্রমিকসহ সকল জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মানবাধিকার ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক ভেলিডেশন সভা

গত ১৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখে স্টকহোম এনভায়রনমেন্ট ইন্সটিটিউট, ইউএন এনভায়রনমেন্ট, ইউএন উইমেন-এর যৌথ আয়োজনে একটি ভেলিডেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের 'জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটি'-র সভাপতি ও চারজন সদস্য এতে অংশ নেন। সভায় ভেলিডেশনের লক্ষ্যে স্টকহোম এনভায়রনমেন্ট ইন্সটিটিউট কর্তৃক উপস্থাপিত শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। কমিশনের থিমেটিক কমিটির পক্ষ হতে এ সভায় মূল্যবান বক্তব্য ও মতামত ব্যক্ত করা হয়।

"Challenges of the Overseas Women Migrant Workers and way forward" শীর্ষক অনলাইন সভা

১৬ জুন ২০২০ তারিখ নারী অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন বিএনএসকে আয়োজিত "Challenges of the Overseas Women Migrant Workers and way forward" শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি। করোনাকালে অভিবাসী নারী শ্রমিকদের মানবাধিকার সুরক্ষায় জাতিসংঘের গাইডিং প্রিন্সিপালের আওতায় অভিবাসী শ্রমিকদের 'সুরক্ষা, সম্মান এবং প্রতিকার ফ্রেমওয়ার্ক' শীর্ষক নীতিমালা- (যা রাষ্ট্রসমূহকে মানবাধিকার সুরক্ষায় তাদের দায়িত্ব এবং ভূমিকা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করে) অনুসরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

"Criminal justice responses to human trafficking and migrant smuggling in times of COVID-19 and beyond" শীর্ষক ওয়েবিনার

গত ১১ জুন ২০২০ তারিখ ইউএনওডিসি এবং আইওএম-এর যৌথ উদ্যোগে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত "Criminal justice responses to human trafficking and migrant smuggling in times of COVID-19 and beyond" শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি। করোনাকালে মানব পাচার রোধে করণীয় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে উক্ত ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়। নাছিমা বেগম এনডিসি বলেন, "করোনা মোকাবেলার উদ্যোগের কেন্দ্রে মানবাধিকারকে রাখা আবশ্যক। সকল অভীবাসী, পাচারের শিকার ব্যক্তি সর্বোপরি সমগ্র জনগণের মানবাধিকার এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।"

সভায় বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক মিয়া সেপ্প, পররাষ্ট্র সচিব জনাব মাসুদ বিন মোমেন, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব জনাব গোলাম সরওয়ার, জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব আবু বকর সিদ্দিক, আইওএম-এর চিফ অব মিশন গিয়রগি গিগউরি এবং ইউএনওডিসি-এর রিপ্রেজেনটেটিভ সেরজি কাপিনস।

Gender based Violence: A Shadow Pandemic in the COVID-19 Situation শীর্ষক ওয়েবিনার

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনেরচয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি বলেছেন, "করোনাকালে নারীর প্রতি সহিংসতা উদ্বেগজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী-পরুষ দুজনেই মানুষ এই সত্যটি মাথায় রেখে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃঢ় পদক্ষেপ এবং পুরুষদের বলিষ্ঠ ভূমিকা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ২০ আগস্ট ২০২০ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত ইউএনডিপি'র হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম-এর সহযোগিতায় "Gender based Violence: A Shadow Pandemic in the COVID-19 Situation" শীর্ষক ওয়েবিনারে সভাপতির বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন।

সভায় প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন আরমা দত্ত, এমপি; জেসমিন আরা বেগম, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ড. আবুল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শাহীন আনাম, নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন; শবনম আজিম, সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তরিকুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, একল্যাব এবং তরুণ প্রতিনিধি ক্রিস্তি অং লিওনা। বক্তারা করোনাকালে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বেশ কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করেন:

- নারী নির্যাতন একটি অপরাধ এ বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা দরকার। করোনার স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক সচেতনতার পাশাপাশি পারিবারিক সম্প্রীতি/ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ বিষয়ক বার্তা ব্যাপক হারে প্রচার করতে হবে। তথ্যচিত্র, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- করোনাকালে অনেক কন্যা শিশু বিদ্যালয় থেকে ঝরে গেছে। নারী শিক্ষার যে অগ্রগতি এতদিন হয়েছে তা ধরে রাখার জন্য কন্যা শিশুদের বিদ্যালয়ে ফেরত আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- বর্তমানে নারীর উল্লেখযোগ্য ক্ষমতায়ন হলেও অর্থবহ ক্ষমতায়ন এখনও হয়নি। তাই নারীর ক্ষমতায়নকে পূর্ণরূপে অর্থবহ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।
- পারিবারিক সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও জোরদার ভূমিকা রাখতে হবে।

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উদযাপন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি বলেছেন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের লক্ষ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত আলোচনা সভায় 'ভার্চুয়াল কনফারেন্স'-এর মাধ্যমে সভাপতির বক্তৃতাকালে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আজীবন দেশের স্বাধীনতা আর এদেশের মানুষের জন্য ত্যাগ করে গেছেন তাকেই আজকের এই দিনে সপরিবারে নিষ্ঠুরতম হত্যাকান্ডের শিকার হতে হয়। এমন কলঙ্কময় ইতিহাস বিশ্বের আর কোথাও নেই। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানার কোন শেষ নেই। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি আজীবন নিবেদিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী নেতা ছিলেন। জাতিসংঘের ঘোষিত CRC'র ১৫ বছর আগে তিনি শিশু আইন করেছেন। নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW)'র সাত বছর পূর্বে এর সকল অনুচ্ছেদ বঙ্গবন্ধু আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। কমিশনের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে তিনি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করার আহবান জানান।

সভায় কমিশনের অবৈতনিক সদস্য ড. নমিতা হালদার এনডিসি, জেসমিন আরা বেগম, মিজানুর রহমান খান, চিংকিউ রোয়াজা এবং কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ বক্তব্য রাখেন। সভার শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

'জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটি'-র প্রথম সভা

গত ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের 'জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক থিমেটিক কমিটি'-র প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে বিষদ আলোচনা হয়। উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠির জন্য সহায়তা ও সহায়ক ফান্ড বিষয়ে সভায় অনেকে মতামত দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সভায় অংশ নেন কমিশনের সম্মানিত সদস্য এডভোকেট তৌফিকা করিম, জনাব জেসমিন আরা বেগম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. মিজানুল হক চৌধুরি, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্ট্যাডিজ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. আতিক রহমান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান আবু নাসের খান, ইউএনডিপি-এইচআরপি প্রোগ্রামের ন্যাশনাল প্রোগাম কোঅর্ডিনেটর তাসলিমা ইসলাম প্রমুখ।

Combatting Human Trafficking: Scope & Challenges of Promoting Safe Migration & Protecting Trafficking Survivors

৩০শে জুলাই মানব পাচার প্রতিরোধ দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ব্রাক মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ও উইনরক ইন্টারন্যাশনালের আশ্বাস প্রকল্পের উদ্যোগে ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখ Combatting Human Trafficking: Scope & Challenges of Promoting Safe Migration & Protecting Trafficking Survivors শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য "Committed to the Cause - Working on the Frontline to End Human Trafficking"। মানব পাচারকে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করে মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন এটি একটি জঘন্যতম অপরাধ। মানবপাচার হলো এমন এক ধরণের অপরাধ যার মাধমে মানুষকে শোষণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পণ্যের মতই নিয়ন্ত্রণ করে এবং শোষণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের মত একটি হীন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। একে আধুনিক দাস ব্যবসা অভিহিত করাই যথার্থ।

তিনি আরও বলেন, সারা পৃথিবীতেই মানব পাচার একটি বড় সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কোভিড-১৯ পরবর্তী বা নতুন স্বাভাবিক সময়ে এই পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কারণ বহু মানুষ কাজ হারাচ্ছে এবং মানব পাচারের ঝুঁকিতে পড়ে যাচ্ছে। মানবপাচার প্রতিরোধে সকলের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, মূল পাচারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হলে অপরাধ কমে আসবে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র-১৯৪৮

১. জন্ম থেকেই বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার
২. কারো প্রতি কোন বৈষম্য নয়
৩. স্বাধীন ও নিরাপদ জীবনের অধিকার
৪. কোন প্রকার দাসত্ব নয়
৫. নিষ্ঠুর নির্যাতন, অবমাননাকর আচরণ নিষিদ্ধ
৬. মানুষ হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র সমান অধিকার
৭. আইনের চোখে সবাই সমান
৮. বিচার আদালতে প্রতিকার লাভের অধিকার
৯. বেআইনিভাবে আটক বা দেশ থেকে নির্বাসন নয়
১০. নিরপেক্ষ বিচার লাভের অধিকার
১১. আদালতে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ
১২. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষার অধিকার
১৩. নিজ দেশে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার
১৪. নিজ দেশে নির্যাতিত হওয়ার আশংকা থাকলে ভিন্ন দেশে আশ্রয় লাভের অধিকার
১৫. জাতীয়তা লাভের অধিকার
১৬. বিবাহ এবং পরিবার গঠনের অধিকার
১৭. সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার
১৮. ধর্ম, বিবেক ও চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার
১৯. মত প্রকাশের স্বাধীনতা
২০. শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও সমিতি গঠনের অধিকার
২১. গণতান্ত্রিক অধিকার
২২. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার
২৩. স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নেয়ার অধিকার
২৪. বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার
২৫. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তির অধিকার
২৬. সবার জন্য শিক্ষার অধিকার
২৭. মেধাসত্ব সংরক্ষণের অধিকার
২৮. মুক্ত বিশ্বে সকলের অংশীদারিত্বের অধিকার
২৯. অন্যের অধিকার সুরক্ষায় নিজের দায়িত্ব
৩০. মানবাধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না

ফটো গ্যালারি

করোনাকালে কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

অনলাইনে কমিশন সভা

অনলাইনে স্টাফ মিটিং

বিভাগীয় কমিশনারদের সাথে বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা বিষয়ে কমিশনের চেয়ারম্যানের মতবিনিময়

অনলাইনে বেঞ্চ ০১ এর কার্যক্রম

মানবিক মূল্যবোধ সৃজনে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ; করোনাকালে যার সুফল পাচ্ছে কমিশন

সাংবাদিকবৃন্দের সাথে কমিশনের মতবিনিময় সভা

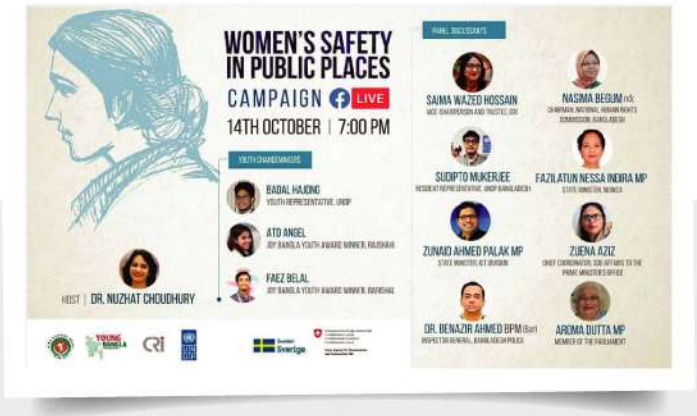

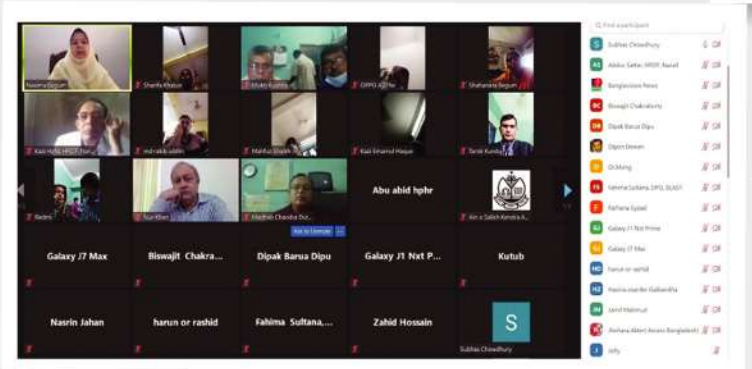

আইন ও সালিশ কেন্দ্র আয়োজিত মানবাধিকার কর্মীদের সাথে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের মতবিনিময় সভা

গণমাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

সমকাল EN

সমকালীন প্রসঙ্গ

পুলিশের দায়িত্ব ও সমাজের দায়

প্রকাশ: ০৩ নভেম্বর ২০২০ | আপডেট: ০৩ নভেম্বর ২০২০ | প্রিন্ট সংস্করণ

নাছিমা বেগম

যে কোনো সভ্য সমাজ ধর্ষণের ঘটনায় লজ্জিত ও শঙ্কিত হয়। সেখানে সবার একাট্টা হয়ে ধর্ষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ষকের পরিচয় একটাই, সে ধর্ষক। সে কোন দলের অনুসারী সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হলো ধর্ষক যেই হোক না কেন তাকে দ্র সময়ের মধ্যে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির

আমাদের সময়

advertisement

প্রণব মুখার্জি ন্যায়ের প্রতীক ছিলেন

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ ০০:০০ | আপডেট: ২ সেপ্টেম্বর ২০২০ ২৩:২৭

প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশের একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক তথা কাজের ক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বেশি তার কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছি। তিনি অত্যন্ত ভালো একজন মানুষ ছিলেন। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নেতিবাচক যে বিষয়গুলো আছে বলে আমরা অনেক সময় অনুধাবন করেছি, ওইসব বিষয় অতিক্রম করার জন্য তিনি চেষ্টা করতেন। যেসব বিষয়

সমকাল EN

সমকালীন প্রসঙ্গ

মাঠ প্রশাসন সুরক্ষিত করতে হবে

প্রকাশ: ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ | আপডেট: ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০

13 Shares

ড. নমিতা হালদার

একটি প্রবাদ আছে- 'চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই' অর্থাৎ সব কাজই যাকে করতে হয় তিনি হচ্ছেন মাঠ প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা বা সমন্বয়ক। চোখ বন্ধ করেও একটা বিষয় কল্পনা করে নেওয়া যায়- মাঠ প্রশাসনে সার্ব কে কী কাজ করছেন। জেলা সদর ও উপজেলা সদরে

DTP Sarver/29-11-2020/Round Table (29-11-2020) NHC Samakal-1

সমকাল

কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা নিরসনে ১৬ দিনের গ্লোবাল ক্যাম্পেইনের গুরুত্ব

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধে চাই সমন্বিত উদ্যোগ

করোনা মহামারির প্রেক্ষিতে ধর্ষণসহ নারীর প্রতি সহিংসতা কমেনি। বরং আরও বেড়েছে। এই চিত্র যে শুধু বাংলাদেশে, তা নয়। এই সমস্যা বৈশ্বিক। অস্ট্রেলিয়াসহ উন্নত দেশগুলোর পরিসংখ্যানেও এমন তথ্য মিলেছে। তাই নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সামাজিক বন্ধন আরও জোরদার করা প্রয়োজন। যাতে দেশের যে কোনো প্রান্তেই সহিংস ঘটনা ঘটলে তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে এবং তারা ঘটনাগুলো যাতে রুখে দেয় সেই কাঠামো দাঁড় করাতে হবে। এ জন্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্টজন। পাশাপাশি সংবিধান ও আইনের আলোকে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের প্রতি সব ধরনের সহিংসতা রুখে দিতেও আহ্বান জানানো হয়েছে। গত ২৫ নভেম্বর দৈনিক সমকাল কার্যালয়ে 'কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা নিরসনে ১৬ দিনের গ্লোবাল ক্যাম্পেইনের গুরুত্ব' শীর্ষক অনলাইন গোলটেবিল আলোচনায় এ আহ্বান জানানো হয়। সারাবিশ্বেই ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু করে ১৬ দিনব্যাপী লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা রোধে ক্যাম্পেইন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আয়োজন করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও দৈনিক সমকাল। এতে সহযোগিতা দিয়েছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম।

সঞ্চালক

মুস্তাফিজ শফি
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
দৈনিক সমকাল

সভাপতি

নাছিমা বেগম
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

আলোচকবৃন্দ

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
সার্বক্ষণিক সদস্য
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জেসমিন আরা বেগম
সদস্য
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

আরোমা দত্ত
সংসদ সদস্য

শারমিন আক্তার
মহাপরিচালক
মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর

আবুল হোসেন
পরিচালক
নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম
নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়

ফরিদা ইয়াসমিন
উপ-পুলিশ কমিশনার
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

সালমা আলী
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি

শাহীন আনাম
নির্বাহী পরিচালক
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

গোলাম মনোয়ার কামাল
নির্বাহী পরিচালক
আইন ও সালিশ কেন্দ্র

সালিমা ইয়াসমিন শুভ্রা
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার
এসডিসি

তাসলিমা ইসলাম
ন্যাশনাল প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর
হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রাম-ইউএনডিপি

ফাল্গুনী ত্রিপুরা
কর্মসূচি সমন্বয়ক
কাপেং ফাউন্ডেশন

সুমিয়া রহিমান
তরুণ প্রতিনিধি

ইমন আলী
তরুণ প্রতিনিধি

অনুলিখন

অনু সায়েদ রনি
স্টাফ রিপোর্টার
দৈনিক সমকাল

- নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলো মনিটরিং করতে হলে আগে একটি ডাটাবেজ করা প্রয়োজন।
- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। অন্যের প্রতি থাকতে হবে শ্রদ্ধাশীল।
- গণমাধ্যমকে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে বেশি বেশি রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।

আয়োজনে: সমকাল

সহায়তায়: Sweden Sverige, UNDP

মানবাধিকার দিবস ২০২০
থিম সং

মানবতার জয়

নাছিমা বেগম এনডিসি

অতিমারি করোনার
বৈশ্বিক বিপর্যয়
ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ
মানবতার জয়।

জাগো ভাই-বোন, মাস্ক পরো সবে
মনোবল রাখো চাঙ্গা
করোনার ভয়ে আর কতকাল
থাকবে হৃদয় ভাঙ্গা
নতুন আশায় জাগবো আবার
সবার জন্য মানবাধিকার।।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায়
নয় করোনার ভয়
আসবে আগামী, নতুন সকাল
মানবতার জয়।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫, পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮

ই-মেইল: info@nhrc.org.bd ; ওয়েবসাইট: www.nhrc.org.bd

হেল্পলাইন : ১৬১০৮

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

Sweden
Sverige

UNDP